নিবেদন

ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে একেবারে খারাপ ছিলাম না বলে আমার ধারণা। তবু ভাষা নিয়ে গবেষণায় সাহস করিনি কখনো। কারণ হিসাবে মনে হয় ড. রামেশ্বর 'শ। ক্লাশে পড়াকালীন সময়ে ড. 'শ এর কাছাকাছি কখনো যাওয়ার দুঃসাহস দেখাই নি; কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁর এত স্নেহ এত ভালোবাসা, পেয়েছি তা অন্য কেউ পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না। দিকপাল এই ভাষাবিজ্ঞানীর এত জ্ঞান ভাষা বিজ্ঞানে সেই বিষয়ে কাজ করা আমার পক্ষে কতটা যুক্তি যুক্ত হবে সেই ভেবেই দূরে থাকতাম। একাধিক বার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভাষা ছাড়া অন্য বিষয়ে গবেষণা করব বলে স্থির করেছিলাম, এমন সময় চাকুরীসূত্রে ভাগ্যক্রমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়লাম রামেশ্বর 'শ -এর স্নেহধন্য আমার শিক্ষাগুরু ভাষা বিষয়ের অধ্যাপক ড. মীর রেজাউল করিম মহাশয়ের কাছে। আমার দুই শিক্ষাগুরুর আশীর্বাদই আমাকে নিয়ে এলো আমার ভালো লাগা বিষয় ভাষাবিজ্ঞানে।

আমার গবেষণার ক্ষেত্রটি যেহেতু বাংলাদেশের বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলা সেইহেতু একাধিকবার ক্ষেত্রসমীক্ষায় যেতে হয়েছে সেখানে। সুজলা-সুফলা সোনার বাংলার মনজুড়ানো প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে ঢাকা গ্রামগুলির প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও ভাষাগত শব্দ সংগ্রহে সহযোগিতা পেয়েছি তা প্রকৃতির মতোই নিষ্পাপ। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার অকৃত্রিম প্রাণঢাল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

আমার এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করতে আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. মীর রেজাউল করিম এর নির্দেশিত পথই অবলম্বন করেছি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামেশ্বর 'শ, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. শতঞ্জীব রাহা; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অধ্যাপক নির্মল দাশ, ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. সনৎ কুমার নস্কর; প্রেসিডেন্সি কলেজের ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ড. মঞ্জুভাষ মিত্র; বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. লায়েক আলি খাঁ, এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক যাঁদের অধিকাংশের কাজ থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাঠগ্রহণ করেছি এবং গবেষণা কাজে উৎসাহ পেয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে জানাই কৃতজ্ঞতা।

আমার কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকেই আমার গবেষণার কাজকে সুসম্পন্ন করার জন্য নানা ধরনের আইনগত সুযোগ ও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার গবেষণা পত্রের প্রস্তুত কারক 'বুবুন' এর প্রতি রইলো অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগার, যেমন - জাতীয় গ্রন্থাগার (National Library), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী পাবলিক লাইব্রেরী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, আমার কর্মক্ষেত্র তথা শিলিগুড়ি বি. এড. কলেজের গ্রন্থাগার -এ আমি আমার গবেষণা কাজে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পড়ার এবং হাতে পাওয়ার সুযোগ পেয়েছি বলে - ঐ গ্রন্থাগার সমূহের কর্তৃপক্ষের কাছে চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

সর্বোপরি আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক যিঁনি প্রতিনিয়ম আমাকে নানা ভাবে কাজে সহযোগিতা করেছেন তাঁর অমূল্য সময়ের ফাঁকে ফাঁকে, তাঁর প্রতি রইল আমার শত কোটি প্রণাম।

পরিশেষে আমার নিজের কথা না বললেই নয়। বহুদিন পূর্বে বাবা-মা হারা গবেষককে পিতৃসম দাদারা, মাতৃসম বৌদিরা সন্তানস্নেহে গড়ে তুলেছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমরণ ঋণে জর্জরিত থাকলাম। আমার স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা যারা বহুদিন আমাকে গৃহের বাইরে থেকে কাজের সময় করে দিয়েছে, আমার যৌথ পরিবারের দিদিরা, ভাগনে, ভাগনী, ভাইপো, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকের অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করেছে, তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার স্নেহ ও ভালোবাসা।

এ ছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশের রাস্তা ঘাটে চলার পথে নিকট ও দূর-আত্মীয়দের মধ্যে যাঁরা উপাদান সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে আমার গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

ভাষাবিষয়ক গবেষণার কাজে যে সমস্ত সুধীবর্গ আমাকে নানা ভাবে উৎসাহিত ও উদ্দীপনা দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আমার গবেষণা পত্রটিতে আমি বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার কথ্যভাষার সামগ্রিক ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করতে চেয়েছি। এ বিষয়ে সচেতন অভিনিবেশ সানুরাগ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণু ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোনো কার্পণ্য করিনি। এ সত্ত্বেও অনবধানবশতঃ যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি আমার গবেষণায় থাকে, তবে তার জন্য বিদগ্ধ জনের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিপাতের প্রত্যাশী।

অরুণ কুমার বাড়ৈ

অরুণ কুমার বাড়ৈ